[২.১.৩] বিপণন বিষয়ক প্রচার প্রচারণা (পোষ্টার, হ্যন্ডবিল, স্টিকার, ব্রুশিয়ার, ইত্যাদি)

একক: সংখ্যা

সুচকের মান: ...০৫.......

অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা:...২৮০০......

১ম ত্রৈমাসিকের মোট অর্জন:- ...১০৮০......

প্রমাণকঃ সংযুক্ত প্রচারণা

জেলা সমূহের নাম	ক্রমিক নং	পোস্টার/হ্যন্ডবুক/লিফলেট /ব্রুশিয়ার শিরোনাম	প্রচারের তারিখ	প্রকাশনার সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী অফিস	প্রমাণক সংলাগ (সংযুক্ত প্রচারণা)
বরিশাল	১। ২।	কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বিধি ২০২১ শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রম লিফলেট	জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত	১৭০টি	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, বরিশাল।	কপি সংযুক্ত
পটুয়াখালী	১। ২।	কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বিধি ২০২১ শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রম লিফলেট	জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত	১৫০টি	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, পটুয়াখালী।	কপি সংযুক্ত
পিরোজপুর	১। ২।	কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বিধি ২০২১ শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রম লিফলেট	জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত	২৫০টি	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়,পিরোজপুর।	কপি সংযুক্ত
ঝালকাঠি	১। ২।	কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বিধি ২০২১ শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রম লিফলেট	জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত	১৫০টি	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়,ঝালকাঠি।	কপি সংযুক্ত
বরগুনা	১। ২।	কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বিধি ২০২১ শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রম লিফলেট	জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত	১৫০টি	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়,বরগুনা।	কপি সংযুক্ত
ভোলা	১। ২।	কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বিধি ২০২১ শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রম লিফলেট	জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত	২১০টি	কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলা।	কপি সংযুক্ত

২৮.০৯.২০২২

(এস.এম. মাহবুব আলম)
উপপরিচালক (দাঃ প্রাঃ)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ-পরিচালকের কার্যালয়

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ এর অধীনের অপরাধ ও দন্ডের বিধান

জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যবসায় ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ প্রণয়ন করেন। ভোক্তা, ডিলার, মিলার, মজুতদার, আমদানী কারক, অসাধু ব্যবসায়ী বিক্রেতাদের জ্ঞাতার্থে আইনে বর্ণিত অপরাধ ও দন্ডের বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ধারা	আইন বিরোধী কাজ বা অপরাধ	দন্ড
১৯ (১) (ক)	লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত ব্যবসা বা কার্য পরিচালনা করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (খ)	যার নামে লাইসেন্স সে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর নিকট লাইসেন্স স্থানান্তর করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (গ)	সরকার নির্ধারিত মার্কেট চার্জ বা ভাড়ার অতিরিক্ত আদায় করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ঘ)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বা উহার কোনো কর্মচারীকে এই আইনের অধিনে কোনো কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করিলে বা চাহিদা মত তথ্য প্রদান না করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ঙ)	কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্যে প্রকাশ্য স্থানে বা পণ্যের মোড়কে বা দৃষ্টি গোচর হয় এমন ভাবে প্রদর্শন না করলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (চ)	কৃষি পণ্যের মোড়কে পণ্যের পুষ্টিমান ও উৎপাদনে শতকরা হার উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ না করিলে বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ছ)	জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক বা অন্য কোনো দ্রব্যে/কৃষি পণ্যে ব্যবহার করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (জ)	কৃষি পণ্য বা উপকরণ বিক্রয় কালে ওজনে কম প্রদান করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ঝ)	জরুরি অবস্থা সংকট মোকাবেলার জন্য সরকারের চাহিদা ও নির্দেশনা অনুযায়ী গুদাম বা হিমাগার মালিক এবং মজুতকারী গুদাম বা হিমাগারে মজুতকৃত পণ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ঞ)	ক্রয়কৃত পণ্যে মূল্য রশিদ বা ক্যাশ মেমো দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ না করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ট)	সরকার কর্তৃক ইজারাকৃত বা অনুমোদিত হাট-বাজারে কৃষি পণ্য পাইকারী ও খুচরা হিসাবে ক্রয় বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ঠ)	কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্যেও সরবরাহে বাধা সৃষ্টি অথবা যে কোনো ভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করলে বা বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তাহার গুদাম বা হিমাগার হইতে খুচরা বিক্রেতা বা ভোক্তার নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (১) (ড)	কৃষি পণ্য বা কৃষি উপকরণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করলে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের অধিক মুনাফা গ্রহণ করিলে।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা উভয়দন্ড।
১৯ (২)	কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইবার পর পুনরায় একই অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডের দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	

গুদামের তালিকা ও তথ্যাবলি ঃ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গুদামের নাম		ধারণ ক্ষমতা (কুইঃ)	শুরুর তারিখ
রংপুর বিভাগ-৪৭টি গুদাম						
১। পঞ্চগড়	১। বোদা	বোদা	১	মন্ডলের হাট	৫৬০	১৪/১২/১৯৭৯
			২	দাড়িপাড়া	১৪৫৫	১৫/০৭/১৯৮১
			৩	খালপাড়া	২৬১	০১/০৯/১৯৮১
			৪	ভাসাইনগর	৯৩৩	০১/১২/১৯৮১
			৫	ঝলঝলি-১	৫৬০	১৫/০৩/১৯৮৩
			৬	ঝলঝলি-২	৩৭০	২০/০৬/১৯৯৭
			৭	কান্তমনি	৭৮৪	০১/০৬/১৯৮৪
		ময়দানদীঘি	৮	ময়দানদীঘি	১০১৪	০৭/০৫/১৯৯৭
	২। পঞ্চগড় সদর	চকলার হাট	৯	চাকলার হাট	১০১৪	০৬/০৫/২০০৫
		সাতমেড়া	১০	সাতমেরা	১০১৪	০৩/০৫/১৯৮৮
		অমরখান	১১	জগদল	১০১৪	২৯/০১/১৯৯০
২। ঠাকুরগাঁও	৩। বালিয়াডাঙ্গি	দুওসুর	১২	কালমেঘ	১০১৪	০৬/০৬/২০০৭
	৪। পীরগঞ্জ	১০ নং জাবর হাট	১৩	জাবর হাট	১০১৪	ডিসেম্বর/২০০৮
৩। দিনাজপুর	৫। চিরিরবন্দর	সাতনালা	১৪	তারকশার হাট	৭৮৫	নভেম্বর, ১৯৮১
	"	"	১৫	বোর্ড স্কুল	৭৮৫	মার্চ, ১৯৮২
	"	"	১৬	কদমতলী	১০১৪	অক্টোবর, ১৯৮৩
	"	"	১৭	মডেল স্কুল	১০১৪	এপ্রিল, ১৯৮৫
	"	"	১৮	সণ্যাসডাঙ্গা	১০১৪	আগষ্ট, ১৯৮৫
	৬। বিরল	ধর্মপুর	১৯	কালিয়াগঞ্জ	১০১৪	আগষ্ট, ১৯৮৮
	৭। পার্বতীপুর	পলাশবাড়ী	২০	নুরুলহুদা	১০১৪	এপ্রিল, ১৯৯৪
		হাবরা	২১	হাবরা	১০১৪	এপ্রিল, ১৯৯৪
	৮। দিনাজপুর সদর	ফাজিলপুর	২২	রানীগঞ্জ	১০১৪	১৭/০৫/২০০৫
৪। নীলফামারী	৯। জলঢাকা	১ নং খুটামারা	২৩	টেংগনমারী	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৩
	১০। নীলফামারী	গোড়গ্রাম	২৪	ভবানীগঞ্জ	১০১৪	১৫/১১/১৯৯৯
	১১। ডোমার	বোরাগাড়ী	২৫	বোরাগাড়ী	১০১৪	৩০/০৫/২০০৭
৫। গাইবান্ধা	১২। গাইবান্ধা সদর	৭নং বাদীয়াখালী	২৬	নুরুলগঞ্জ	১০১৪	২৪/০৭/১৯৯৪
	১৩। সুন্দরগঞ্জ	চন্ডীপুর	২৭	পাঁচপীরহাট	১০১৪	২৫/০৭/১৯৯১
	১৪। সাদুল্লাপুর	নলডাঙ্গা	২৮	নলডাঙ্গা	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৩
	"	ধাপের হাট	২৯	ধাপের হাট	১০১৪	২৭/০৫/২০০৭
৬। রংপুর	১৫। মিঠাপুকুর	রানীপুকুর	৩০	রানীপুকুর	১০১৪	১৯/০৪/১৯৯২
	"	মীর্জাপুর	৩১	বৈরাতীরহাট	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৩
	১৬। পীরগাছা	অন্নদানগর	৩২	অন্নদানগর	১০১৪	০১/০৪/১৯৯৭
	১৭। পীরগঞ্জ	শিথিপুর	৩৩	পান বাজার	১০১৪	ডিসেম্বর/২০১১
৭। রাজশাহী	১৮। পবা	হুগরী পাড়া	৩৪	দারুশাহাট	১০১৪	০৮/১২/২০০১
৮। কুড়িগ্রাম	১৯। নাগেশ্বরী	ভিতরবন্দ	৩৫	ভিতরবন্দ	১০১৪	১৬/০৪/২০০১
	২০। রাজার হাট	নাজিম খাঁ	৩৬	নাজিম খাঁ	১০১৪	১৮/০৫/২০০৬
৯। বগুড়া	২১। শিবগঞ্জ	বুড়িগঞ্জ	৩৭	জামুরহাট	১০১৪	২১/১১/২০০৪
১০। জয়পুরহাট	২২। কালাই	উদয়পুর	৩৮	মোসলেমগঞ্জ	১০১৪	০৫/০৫/২০০২
	২৩। আক্কেলপুর	গোপীনাথপুর	৩৯	গোপীনাথপুর	১০১৪	২২/১১/২০০৫
	"	রুকিন্দ্রপুর	৪০	জামালগঞ্জ হাট	১০১৪	৩০/১২/২০০১
১১। নওগাঁ	২৪। পত্নীতলা	ঘোষনগর	৪১	গগণপুর হাট	১০১৪	১০/৫/২০০৫
	"	আকবারপুর	৪২	মধুইল হাট	১০১৪	২০০৮
	"	মতিনদার	৪৩	শিবপুর হাট	১০১৪	২০০৮
	২৫। মহাদেবপুর	হাতুর	৪৪	মহিষবাথান	১০১৪	২৩/১২/২০০৪
১২। পাবনা	২৬। সাঁথিয়া	আর-আতাইকুলা	৪৫	বনগ্রাম	১০১৪	১৭/০৬/২০০৫
	"	আর-আতাইকুলা	৪৬	আর-আতাইকুলা	১০১৪	০৬/০৪/২০০৬
১৩। লালমনিরহাট	২৭। লালমনিরহাট	মোঘলহাট	৪৭	দুরাকুটি	১০১৪	২০০৭
ঢাকা বিভাগ-২০টি গুদাম						
১৪। মানিকগঞ্জ	২৮। সাটুরিয়া	ধানকোড়া	৪৮	ধানকোড়া	১০১৪	২৮/০৩/১৯৮৯
	"	পুকুরহাট	৪৯	জান্না	১০১৪	০৫/০৫/১৯৯২
	"	বায়রা	৫০	বায়রা	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৮৬
	২৯। সিঙ্গাইর	গড়পাড়া	৫১	বাংলাদেশহাট	১০১৪	০১/০৭/১৯৯০
১৫। শেরপুর	৩০। মানিকগঞ্জ	চন্দ্রকোনা	৫২	চন্দ্রকোনা	১০১৪	০৫/০৩/২০০০
	৩১। নকলা	ঝিনাইগাতী	৫৩	আহম্মেদ নগর	১০১৪	১৬/০৫/২০০০
	৩২। ঝিনাইগাতী	কামারের চর	৫৪	কামারের চর	১০১৪	১৮/১১/২০০১
	৩৩। শেরপুর সদর	নন্নী	৫৫	নন্নী	১০১৪	২৩/০৮/২০০১
১৬। জামালপুর	৩৪। নালিতাবাড়ী	ধানুয়াকামালপুর	৫৬	ধানুয়া কামালপুর	১০১৪	১৭/০৬/২০০১
	৩৫। বকশীগঞ্জ	ভাটারা	৫৭	বাউসী বাজার	১০১৪	২২/০৫/২০০৫
১৭। ময়মনসিংহ	৩৬। সরিষাবাড়ী	তারাকান্দা	৫৮	তারাকান্দা	১০১৪	২৭/০৫/২০০২
	৩৭। ফুলপুর	সোহাগী	৫৯	দেওয়ানগঞ্জ বাজার	১০১৪	১৪/১২/২০০৬
	৩৮। ঈশ্বরগঞ্জ	কলতাপাড়া	৬০	কলতাপাড়া	১০১৪	১১/১২/২০০৫
	৩৯। গৌরিপুর	রাজগাতী	৬১	কালীগঞ্জ	১০১৪	২০০৮
১৮। টাঙ্গাইল	৪০। নান্দাইল	দেউলাবাড়ী	৬২	পাকুটিয়া	১০১৪	০৮/০৬/২০০৩
	৪১। ঘাটাইল	ধলাপাড়া	৬৩	ধলাপাড়া	১০১৪	২০০৮
১৯। কিশোরগঞ্জ	৪২। কিশোরগঞ্জ সদর	লতিবাবাদ	৬৪	সাদুল্যাচর	১০১৪	১৮/১২/২০১১
২০। রাজবাড়ী	৪৩। গোয়ালন্দ	ছোটভাখলা	৬৫	ছোট ভাকলা	১০১৪	০৪/০৬/২০০১
২১। শরিয়তপুর	৪৪। ভেদরগঞ্জ	মহিশার	৬৬	ভেদরগঞ্জ বাজার	১০১৪	১১/১২/২০০১
২২। ফরিদপুর	৪৫। বোয়ালমারী	সাতৈর	৬৭	কাদিরদি	১০১৪	১৪/১১/২০০১
খুলনা বিভাগ-১৩টি গুদাম						
২৩। মাগুরা	৪৬। শালিখা	সীমাখালী	৬৮	সীমাখালী	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯২
	৪৭। শ্রীপুর	শ্রীকল	৬৯	খামারপাড়া	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯২
	৪৮। মোহাম্মদপুর	বিনোদপুর	৭০	বিনোদপুর	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯২
২৪। নড়াইল	৪৯। নড়াইল সদর	মাইজপাড়া	৭১	মাইজপাড়া	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৩
	"	তুলারামপুর	৭২	তুলারামপুর	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৩
	"	কলোরা	৭৩	গোবরা বাজার	১০১৪	৩০/১২/১৯৯৭
	৫০। লোহাগড়া	কাশিপুর	৭৪	এরেন্দা	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৪
২৫। যশোর	৫১। বাঘেরপাড়া	বাশওয়ারী	৭৫	চারাভিটা	১০১৪	নভেম্বর, ১৯৯৪
	৫২। যশোর সদর	নরেন্দ্রপুর	৭৬	রূপদিয়া	১০১৪	০৩/০১/২০০০
	"	বসুন্দিয়া	৭৭	বসুন্দিয়া	১০১৪	১০/৫/২০০৪
২৬। ঝিনাইদহ	৫৩। ঝিনাইদহ	পদ্মকর	৭৮	হাট গোপালপুর	১০১৪	২৩/০১/২০০০
	৫৪। শৈলকুপা	আবাইপুর	৭৯	হাট ফাজিলপুর	১০১৪	০৯/১২/২০০১
	৫৫। কালীগঞ্জ	কোলা	৮০	কোলাবাজার	১০১৪	২৪/০৫/২০০৭
বরিশাল বিভাগ-১টি গুদাম						
২৭। ঝালকাঠি	৫৬। ঝালকাঠি	কীর্তিপাশা	৮১	পাজিপুথিপাড়া	১০১৪	০৫/০১/২০০২

সর্বমোট ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদাম রয়েছে।

কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্র

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৫৫, ৫৫০২৮৪৫৪, ফ্যাক্সঃ ০২-৫৫০
E-mail: ddgm@dam.gov.bd, Web: www.dam.

ক তথা দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় স্যের মূল্য সহায়তা ও উন্নত বীজ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে ও সুইজারল্যান্ড সরকারের সম্পাদিত চুক্তির আলোকে কৃষি অধীনে Bangladesh Switzerland Agricultural BASWAP) গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কল্পটি সফল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করায় এর য় গৃহীত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (শগঋপ) শিরোনামে সম্পূর্ণ নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পর্যন্ত ১ম পর্যায় এবং ১৯৯৭-২০০৪ পর্যন্ত ২য় পর্যায়ে প্রকল্প বায়ন করা হয়। পরবর্তীতে কৃষকদের মাঝে কার্যক্রমটির ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে ২০০৪ হতে ২০১০ পর্যন্ত রে এবং জনবলসহ কার্যক্রমটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হওয়ায় ষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ৫৬টি উপজেলায় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমভুক্ত এর ৮১টি গুদাম ছে। এসকল গুদামের আওতাভুক্ত কৃষক কার্যক্রমটির মাধ্যমে জায় রেখে গুদামে শস্য সংরক্ষণ করে থাকেন এবং বাংলাদেশ তফসিলি ব্যাংকের ৭১টি শাখা ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ চ্ছেন। শস্যের উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন।

ঃ

াণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ দ্যোক্তা ও মাঝারী কৃষকদের উৎপাদিত শস্য গুদামজাত করার মে সংরক্ষণ করে স্থানীয়ভাবে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং শস্যের বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা।

ঃ

ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল ওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে টি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে /২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে কৃষি প্তরের অনুকূলে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য সমঝোতা স্বাক্ষর । এ লক্ষ্যে নামজারীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলমান মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৩৮৮৯ জন কৃষক পরিবারকে ৪০৯২ জমার বিপরীতে ৪৮৩.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় ত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)। বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, ষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ৭১টি শাখার াংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত "গুদামে শস্য াদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী" অনুযায়ী মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ ান করা হয়ে থাকে। শগঋক ট্রেনিং সেন্টার মাগুরা ও াধ্যমে আওতাভুক্ত কৃষক, উপদেষ্টা কমিটি, গুদাম কমিটি, গুদামরক্ষকদের ট্রেনিং প্রদান করা হয়।

কার্যক্রম পদ্ধতি ঃ

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী এ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী/কৃষি উদ্যোক্তা এবং মাঝারী কৃষকরা উৎপাদিত ফসল গুদামে রেখে গুদাম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীতে ফসলের দাম বৃদ্ধি পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ঋণ ও গুদামভাড়া পরিশোধের পর গুদামে রক্ষিত ফসল উত্তোলন করে তা বাজারে বিক্রি করে লাভবান হয়। জরিপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্বাচন, কৃষক তালিকা প্রণয়ন, গুদাম সংস্কারকরণ, ব্যাংকিং লাইনআপ, গুদাম পরিচালনা কমিটি ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠন, গুদাম রক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে একটি গুদাম উদ্বোধন/চালু করা হয়। কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি মাসিক ১০/- টাকা হারে গ্রহণকৃত অর্থ থেকে গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং গুদাম তহবিল গঠন করা হয়। কৃষকরা যেন গুদাম ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে নিজেরাই গুদাম পরিচালনা করতে পারে সেজন্য কার্যক্রম হতে প্রথম ২৪ মাস গুদামটিকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

কার্যক্রম অঞ্চল ঃ

রংপুর অঞ্চল	শেরপুর অঞ্চল	মাগুরা অঞ্চল	বরিশাল অঞ্চল
পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পাবনা ও ঠাকুরগাঁও। ফোন : ০২৫৮৯৯৬১৬০৫	মানিকগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ। ফোন : ০২৯৯৭৭৮১৫৩৩	ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, মাগুরা, নড়াইল, যশোর ও ঝিনাইদহ। ফোন : ০৪৮৮৬২৬৮৯	ঝালকাঠি। ফোন : ০২৪৭৮৮৩০২৯৫

কারা সুবিধাভোগী কৃষক ঃ

গুদাম এলাকার সর্বোচ্চ ৫.০০ একর পরিমাণ চাষাবাদী জমির মালিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ ভূমিহীন বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী/কৃষি উদ্যোক্তা এবং মাঝারি কৃষক কার্যক্রম প্রদত্ত সুবিধাদি গ্রহণের সুযোগ পাবেন। তবে সাধারণত : দরিদ্র কৃষকদের প্রতিই অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

গুদামে কি কি ফসল জমা রাখা যায় ঃ

ধান, গম, ভূট্টা, মসুর, ছোলা, মাসকলাই, খেসারী, সরিষা, তিল, কাউন, তিসি, প্রভৃতি দানা জাতীয় শস্য। এসব ছাড়াও উপদেষ্টা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কোন শস্য জমার জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ঋণ মাত্রা নির্ধারণ ঃ

গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বাজার মূল্যের অবচয়মূল্য ২০% বিবেচনায় অবশিষ্ট মূল্যের ৮০% হিসেবে ব্যাংক কর্তৃক কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রদেয় ঋণমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও গুদাম সম্পৃক্ত ব্যাংকের ব্যাংকিং লাইন আপ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে নির্ধারিত ঋণ মাত্রা অনুযায়ী কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তা সম্পৃক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন। গুদাম পরিচালনা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি ফসলের ঋণমাত্রা নির্ধারণের ব্যবস্থা নিবেন।

কতদিন শস্য জমা রাখা যায় ঃ

খাদ্য শস্য ৬ মাস এবং বীজ সর্বোচ্চ ৯ মাস জমা রাখা যায়। তবে, পঞ্জিকায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শস্য ছাড়িয়ে নিতে হবে। যথাসময়ে শস্য না ছাড়ালে গুদাম কমিটি, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে শস্য নিলামে বিক্রি করে ব্যাংক ঋণ সমন্বয় করতে পারবে।

গুদাম রক্ষক নিয়োগ ঃ

গুদাম পরিচালনা কমিটির সহযোগিতায় বাছাই কমিটি কর্তৃক গুদাম রক্ষক নির্বাচনের পর বাছাই কমিটি ও গুদাম পরিচালনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কমিটি গুদাম রক্ষক নিয়োগ প্রদান করবে।

গুদাম পরিচালনা কমিটি ঃ

প্রতিটি গুদাম এলাকায় সার্বিক গুদাম ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিক পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি গুদাম পরিচালনা কমিটি রয়েছে। গুদামের আওতাভূক্ত কৃষকদের মধ্য থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সদস্য সচিব নির্বাচিত হবে।

গুদাম উপদেষ্টা কমিটি ঃ

প্রতিটি গুদামে গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ গুদাম পরিচালনা কমিটিকে সহযোগীতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে স্থানীয় পর্যায়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (গুদাম এলাকা সংশ্লিষ্ট)	সভাপতি
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (গুদাম এলাকা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক (গুদাম এলাকা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
গুদাম পরিচালনা কমিটির সভাপতি	সদস্য
গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

আওতাভুক্ত কৃষকের অধিকার ও দায়িত্ব ঃ

- যে কোন দিনে (গুদাম বন্ধের দিন ছাড়া) কৃষক তার জমাকৃত শস্য গুদামে দেখে যেতে পারেন।
- গুদামের যাবতীয় খরচের হিসাব জানতে পারেন (গুদাম রক্ষক বা কমিটির নিকট থেকে)।
- গুদাম থেকে শস্য হারিয়ে গেলে কমিটির নিকট দাবী করতে পারেন।
- প্রয়োজন মতে প্রশিক্ষণে যোগদান করতে পারেন (আমন্ত্রিত হলে)।
- প্রতিবেশী কৃষকদের অংশগ্রহণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান।
- অবৈধ শস্য জমা না করা বা রাখতে না দেয়া (ধনী কৃষকদের শস্য গুদামে যাতে জমা না হতে পারে)।
- গুদাম সম্পর্কিত কোন অসুবিধা হলে গুদাম কমিটির সঙ্গে আলাপ করা।
- ব্যাংক ঋণের টাকা ও গুদাম ভাড়া ব্যাংকে নিজে পরিশোধ করা।
- ক্ষুদ্র দলীয় সভা/গ্রাম্য সভায় নিয়মিত যোগদান করা।
- বাৎসরিক সাধারণ সভায় যোগদান করে গুদামের আয় ব্যয়ের হিসাব নেয়া, পরবর্তী বছরের বাজেট ও কর্মপরিকল্পনায় সহায়তা করা।